সংবাদ

তারিখ 04 MAY 2014
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

সোনাতলা ফজিলাতুননেছা মুজিব মহিলা কলেজ

শিক্ষক কর্মচারীদের বিরুদ্ধে কোটি টাকার সম্পত্তি দখলের অভিযোগ

প্রতিনিধি, বগুড়া

বগুড়ার সোনাতলা বেগম ফজিলাতুননেছা মুজিব মহিলা কলেজের নাম ভাঙ্গিয়ে এক অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তার বাড়িঘর দখল করে মালামাল লুটপাট ও গাছপালা কেটে নিয়েছেন কলেজের শিক্ষক কর্মচারী ও ভাড়াটিয়া গুণ্ডাবাহিনী।

গত ২৪ এপ্রিল সকাল ৯টা থেকে দুই দিনব্যাপী জায়গা জবর দখল, মালামাল লুটপাট ও গাছকাটার মহোৎসব চালানো হয়। বর্তমানে বাড়িতে বা জায়গায় যাওয়ার সব রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে কলেজের সঙ্গে একাকার করে নেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে সোনাতলা উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা ও থানার ওসির সহযোগিতা চাওয়া হলেও তা পাওয়া যায়নি বলে অভিযোগ করা হয়েছে। অসহায় এই অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা তার বাড়িঘর ও জায়গা জমি রক্ষা করতে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। গত রবিবার বেলা ১১টায় বগুড়া প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে পিডিবির অবসরপ্রাপ্ত নির্বাহী প্রকৌশলী একেএম ফয়জুল হক এমন অভিযোগ করেন। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে ফয়জুল হক জানান, ৪০ বছর আগে সোনাতলা উপজেলা সদরে কবলা দলিলমূলে ১৪ শতক জায়গা ক্রয় করে সেখানে টিনশেড পাকা বাড়ি নির্মাণ করে বসবাস করে আসছিল। প্রাচীর ঘেরা বাড়ির ভিতরে জায়গায় আম, কাঁঠাল, বেল, লিচু নারিকেল গাছসহ বিভিন্ন গাছ লাগানো হয়। বর্তমানে আমার বাড়ির পাশে বেগম ফজিলাতুননেছা মুজিব মহিলা কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। হঠাৎ করেই কেন কলেজ কর্তৃপক্ষ আমার বাড়ি ও জায়গা দখল করে আমাকে উচ্ছেদ করল তা আমার জানা নেই। বর্তমানে এই জায়গার মূল্য কোটি টাকার উপরে। এছাড়া ১০ লক্ষাধিক টাকা মূল্যের গাছপালা আসবাবপত্র ও বাড়িঘর লুটপাট করা হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, যারা আমার বাড়ি ও জায়গা জমি নিয়েছে তারা বগুড়া-১ (সারিয়াকান্দি-সোনাতলা) আসনের এমপি আবদুল মান্নানের আত্মীয় স্বজন। ওই কলেজের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতিও মান্নান সাহেবের স্ত্রী সাহাদারা মান্নান। তিনি জানান, গত ২৪ এপ্রিল সকাল ৯টায় কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ একেএম রবিউল আউয়ালের নেতৃত্বে ২০২৫ জন শিক্ষক কর্মচারীসহ ভাড়াটিয়া সন্ত্রাসীরা আমার বাড়ি জবর দখলের তাণ্ডব চালায়। খবর পেয়ে দুপুরে জায়গার মালিক ও তার ছেলেরা সেখানে গেলে তাদের ধারালো অস্ত্র ও লাঠিসোঁটা নিয়ে তাড়া করলে তারা প্রাণভয়ে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে। তিনি আরও জানান, ঘটনার সময় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও থানার ওসি সাহেবের কাছে সাহায্য চাওয়া হলেও তারা কোন সাহায্য করেনি। এ ব্যাপারে থানায় একটি মামলা করা হয়েছে। কিন্তু সে মামলাটিও এখনও রেকর্ড হয়নি। এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি ওই কর্মকর্তা।